

سُورَةُ الْأَنْفَالِ مَدَنِيَّةٌ

(৪)

৮- সূরা আন্‌আল

ইহা মাদানী সূরা, বিসমিল্লাহ সহ ইহাতে ৭৬ আয়াত এবং ১০ রুকু আছে ।

১। আল্লাহর নামে যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ①

২। তাহারা তোমাকে গনীমতের (যুদ্ধ-লব্ধ) মাল সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে, তুমি বল, 'গনীমতের মাল আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসূলের।' সূতরাং তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর এবং পারম্পরিক বিষয়াদি সংশোধন কর এবং আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসূলের আনুগত্য কর যদি তোমরা মো'মেন হইয়া থাক।'।

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ
فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا أَمْرَاتِ بَيْنَكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَ
رَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ②

৩। প্রকৃতপক্ষে মো'মেন তাহারাই, যখন আল্লাহর (নাম) উল্লেখ করা হয়, তখন তাহাদের হৃদয় ভীত-কম্পিত হয়, এবং যখন তাহাদের নিকট তাঁহার আয়াতসমূহ আবিষ্কৃত করা হয়, তখন উহা তাহাদের ঈমানকে বাড়াইয়া দেয় এবং নিজেদের প্রভুর উপরই তাহারা নির্ভর করে,

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ
وَإِذَا قِيلَ عَلَيْهِمْ آيَةٌ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى
رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ③

৪। তাহারা নামায কালেক্স করে এবং আমরা তাহাদিগকে যে রিয্ক দিয়াছি উহা হইতে তাহারা খরচ করে ।

الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ④

৫। ইহারা প্রকৃত মো'মেন, তাহাদের প্রভুর নিকট তাহাদের জন্য উক্ত মর্যাদাসমূহ এবং ক্ষমা এবং সম্মানজনক রিয্ক রহিয়াছে ।

أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ
وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ⑤

৬। (এই পুরস্কার) এই জন্য যে, তোমার প্রভু তোমাকে এক পূণ্য উদ্দেশ্যে তোমার গৃহ হইতে বাহির করিয়াছেন, যখন মো'মেনগণের এক দল ইহাকে অত্যন্ত অপসন্দ করিতেছিল ।

كَأَنَّمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا
مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَاذِبُونَ ⑥

৭। তাহারা (কাফেরগণ) সত্য সম্বন্ধে, ইহা প্রকাশিত হইবার পরও তোমার সহিত এমনভাবে বিতর্ক করে যেন তাহাদিগকে মৃত্যুর দিকে হাঁকানো হইতেছে এবং তাহারা (উহা) প্রতাক করিতেছে ।

يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ
إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ⑦

৮। এবং (স্বরূপ কর) যখন আল্লাহ তোমাদের সহিত দুই দলের একটির ওয়াদা করিতেছিলেন যে ইহা তোমাদের জন্য হইবে, এবং তোমরা চাহিতেছিলে যে, নিরস্ত্র দল তোমাদের জন্য হউক, কিন্তু আল্লাহ চাহিতেছিলেন যেন তিনি তাঁহার কথা দ্বারা সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং কাফেরদের মূল কাটিয়া দেন,

وَإِذْ يُبَدِّلُ اللَّهُ إِيحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهُمَا لَكُمْ وَتُؤَدُّونَ أَن غَيْرَ ذَاتِ الشُّكُوكِ تَكُونُ لَكُمْ وَبِرِيدِ اللَّهِ أَن يَحِقَّ الْحَقُّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ ⑧

৯। যেন তিনি সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং মিথ্যাকে বাতিল করেন— যদিও অপরাধীরা ইহা অপসন্দ করুক না কেন।

لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ⑨

১০। যখন তোমরা তোমাদের প্রভুর নিকট সকাফতের ফরিয়াদ করিতেছিলে, তখন তিনি তোমাদের ফরিয়াদ কবুল করিলেন (এই বলিয়া), ‘আমি অবশ্যই তোমাদিগকে এক সহস্র পর্যায়ক্রমে আগমনকারী ফিরিশ্তা দ্বারা সাহায্য করিব।

إِذْ تَسْتَفِئُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرَوِّفِينَ ⑩

১১। এবং আল্লাহ ইহাকে শুধু এক শুভ সংবাদরূপে (নায়েল) করিয়াছিলেন, যেন ইহা দ্বারা তোমাদের অন্তর প্রশান্তি লাভ করে। এবং সাহায্য তো একমাত্র আল্লাহর নিকট হইতেই আসে, নিশ্চয় আল্লাহ অতীব পরাক্রমশালী পরম প্রজাময়।

وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَضْمِنَ لَهُ قُلُوبُكُمْ ۖ وَ مَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّا اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ⑪

[১১]
১৫

১২। যখন তিনি তাঁহার পক্ষ হইতে নিরাপত্তা (দানের নিদর্শন) স্বরূপ তোমাদিগকে তন্ময় আচ্ছন্ন করিতেছিলেন এবং মেঘমালা হইতে তোমাদের উপর পানি বর্ষণ করিতেছিলেন, যেন তিনি তদ্বারা তোমাদিগকে পবিত্র করেন এবং তোমাদের মধ্য হইতে শয়তানের অপবিত্রতা দূর করেন, এবং তোমাদের হৃদয় সুদৃঢ় করিয়া দেন এবং তোমাদের পা উহার দ্বারা দৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন।

إِذْ يُغَشِّيكُمُ الْغَاسُ أَمْنَهُ وَهُنَّ وَيُنْزِلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيَطْفَئَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ ⑫

১৩। যখন তোমার প্রভু ফিরিশ্তাগণের প্রতি এই ওহী নায়েল করিতেছিলেন, (এই বলিয়া), ‘নিশ্চয় আমি তোমাদের সঙ্গে আছি; অতএব, তোমরা অবিকলিত রাশ তাহাদিগকে যাহারা ঈমান আনিয়াছে। অচিরেই আমি তাহাদের অন্তরে ভ্রাস সৃষ্টি করিব যাহারা অবিশ্বাস করে। সুতরাং, তোমরা আঘাত হান তাহাদের গ্রীবাদেশে এবং আঘাত হান তাহাদের আঙ্গুলের ডগায় ডগায়।

إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبَّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ⑬

১৪। ইহা এই জনা যে, তাহারা আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসুলের বিরোধিতা করিয়াছে। এবং যে আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসুলের বিরোধিতা করে সেক্ষেত্রে নিশ্চয় আল্লাহ্ শাস্তি দানে কঠোর।

১৫। ইহাই তোমাদের (শাস্তি), অতএব উহার স্বাদ গ্রহণ কর; (সমরগ রাখ) নিশ্চয় কাফেরদের জন্য আগুনের আযাব রহিয়াছে।

১৬। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! যখন তোমরা কাফেরদের সহিত যুদ্ধের জন্য অগ্রসরমান অবস্থায় মুখাম্মিহ হও, সেক্ষেত্রে (তোমরা) কখনও পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিও না।

১৭। এবং এইরূপ দিনে যে বাজি কেবল যুদ্ধ-কৌশলের জন্য একদিকে সরিয়া যাওয়া অথবা (অন্য) দলের দিকে (যোগদানের জন্য) আগাইয়া যাওয়া ছাড়া তাহাদিগকে পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করিবে নিশ্চয় সে আল্লাহ্র ক্রোধসহ প্রত্যাবর্তন করিবে এবং তাহার বাসস্থান হইবে জাহান্নাম। এবং অতি মন্দ বাসস্থান ইহা।

১৮। অতএব, তোমরা তাহাদিগকে হত্যা কর নাই, বরং আল্লাহ্ই তাহাদিগকে হত্যা করিয়াছিলেন, এবং যখন তুমি (কংকর) নিক্ষেপ করিয়াছিলে, তুমি নিক্ষেপ কর নাই, বরং আল্লাহ্ই নিক্ষেপ করিয়াছিলেন এবং যেন তিনি নিজ সম্মিধান হইতে মো'মেনগণের উপর মহা অনুগ্রহ করিতে পারেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী।

১৯। এই হইল তোমাদের (প্রকৃত ঘটনা), এবং (জানিয়া রাখ) আল্লাহ্ কাফেরদের কৌশলকে অবশ্যই দুর্বল করিয়া থাকেন।

২০। যদি তোমরা (হে কাফেররা!) মীমাংসা কামনা করিয়া থাক তাহা হইলে নিশ্চয় তোমাদের নিকট মীমাংসা আসিয়া গিয়াছে। এবং (এখনও) যদি তোমরা বিরত হও তাহা হইলে উহা তোমাদের জন্য কল্যাণকর হইবে এবং যদি তোমরা (চক্রান্তের দিকে) ফিরিয়া যাও, তাহা হইলে আমরাও (শাস্তির দিকে) ফিরিব। এবং তোমাদের দল যতই সংখ্যায় অধিক

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ⑪

ذِكْرُكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ ⑫

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحَفًا فَلَا تُولُوهُمْ الْأَدْبَارَ ⑬

وَمَنْ يُؤَيَّسْ يَوْمَئِذٍ دُبْرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّرًا إِلَى فِتْنَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْبَصِيرُ ⑭

فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتُ إِذْ رَمَيْتُ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَفَى وَلِيْلِيَ الْيَوْمِينَ مِنْهُ بَلَاءٌ حَسْبًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ⑮

ذِكْرُكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُهِينٌ كَيْدِ الْكَافِرِينَ ⑯

إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمْ الْفَتْحُ وَإِنْ تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تُعْوِذُوا لَعَنَّا وَلَنْ نَقْبِ عَنْكُمْ وَنَتَكَلَّمُ بِكُمْ سَيِّئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ⑰

হউক না কেন, উহা তোমাদের কোন কাজে আসিবে না, এবং (জানিয়া রাখ যে,) আল্লাহ্ নিশ্চয় মো'মেনগণের সত্তে আছেন।

২১। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসুলের আনুগত্য কর, এবং তাঁহার নিকট হইতে মুখ ফিরাইয়া নইও না এমনভাবে যায যে, তোমরা (তাঁহার আদেশ) শুনিতেছ।

২২। এবং তোমরা তাহাদের ন্যায় হইও না যাহারা বলে, 'আমরা শ্রবণ করি,' অথচ তাহারা শ্রবণ করে না।

২৩। নিশ্চয় আল্লাহ্‌র নিকট নিকটতম জীব হইতেছে বধির ও বোবাগণ, যাহারা কোন বুদ্ধি বিবেচনা করে না।

২৪। এবং আল্লাহ্ যদি তাহাদের মধ্যে কিছু ভাল দেখিতেন, তাহা হইলে নিশ্চয় তিনি তাহাদিগকে শুনাইতেন। এবং যদি (বর্তমান অবস্থায়) তিনি তাহাদিগকে শুনাইতেন তাহা হইলেও তাহারা মুখ ফিরাইয়া নহিত এবং তাহারা অগ্রাহ্য করিত।

২৫। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা সাড়া দাও আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসুলের ডাকে, যখন সে তোমাদিগকে ডাক দেয় যেন সে তোমাদিগকে জীবিত করিতে পারে; এবং জানিয়া রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ্ মানুষ ও তাহার হৃদয়ের মাঝখানে আসিয়া উপস্থিত হন এবং তাঁহারই নিকট তোমাদের সকলকে একত্রিত করা হইবে।

২৬। এবং তোমরা সেই ফিৎনাকে ভয় কর যাহা তোমাদের মধ্যে হইতে যাহা যুলুম করিয়াছে ওধু তাহাদিগকেই আঘাত করিবে না। এবং জানিয়া রাখ যে, আল্লাহ্ শাস্তি দানে অত্যন্ত কঠোর।

২৭। এবং সন্মরণ কর যখন তোমরা (সংখ্যায়) অল্প ছিলে, পৃথিবীতে দুর্বল বলিয়া গণ্য হইতে, তোমরা ভয় করিতে যে, লোকেরা তোমাদিগকে ছিনাইয়া নইয়া যাইবে, অতঃপর তিনি তোমাদিগকে আশ্রয় দিলেন এবং তাঁহার সাহায্য দ্বারা তোমাদিগকে শক্তিশালী করিলেন এবং তোমাদিগকে উপাদেয় খাদ্য-সামগ্রী দিলেন যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنَّهُ وَاتَّمِمْ تَسْمِعُونَ ﴿٢١﴾

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴿٢٢﴾

إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الضَّمُورُ الَّذِينَ لَا يَحْكُمُونَ ﴿٢٣﴾

وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ ﴿٢٤﴾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٢٥﴾

وَاقْفُوا فَتَنَةً لَا تُغِيْبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٦﴾

وَإِذْ لُوتُوا إِذْ أُنْتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ

تَحَاوُونَ أَنْ يَتَخَفَتَكُمْ النَّاسُ فَأَوْفَرَكُمْ وَآيَدَكُمْ

بِضَرِهِ وَزَكَّكُمْ مِنَ الظَّنِّ لِمَا لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٢٧﴾

২৮। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা জানিয়া গনিয়া আল্লাহ্ এবং রসুলের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিও না এবং তোমাদের পরস্পরের গচ্ছিত আমানতসমূহেও জানিয়া বুঝিয়া বিশ্বাসঘাতকতা করিও না।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا
أَمْثَلَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨﴾

২৯। এবং জানিয়া রাখ যে, নিশ্চয় তোমাদের ধন-সম্পদ ও তোমাদের সন্তান-সন্ততি পরীক্ষা স্বরূপ, এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ [২] তিনি যাহার নিকট মহা পুরস্কার রহিয়াছে।

وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ
بِغِ اللَّهِ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٢٩﴾

৩০। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! যদি তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর তাহা হইলে তিনি তোমাদের জন্য এক ফুরকান (প্রভেদকারী উপকরণ) সৃষ্টি করিয়া দিবেন এবং তোমাদের একলাগসমূহকে দূর করিয়া দিবেন এবং তোমাদিগকে ক্ষমা করিবেন; বস্তুতঃ আল্লাহ্ মহা অনুগ্রহের অধিকারী।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ
فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ
ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿٣٠﴾

৩১। এবং (সমরণ কর) যখন কাফেররা তোমার বিরুদ্ধে কৌশল আঁটিতেছিল, যেন তাহারা তোমাকে অবরুদ্ধ করিতে পারে অথবা তোমাকে হত্যা করিতে পারে অথবা তোমাকে বহিষ্কার করিতে পারে। এবং তাহারা কৌশল আঁটিতেছিল এবং আল্লাহ্ও কৌশল আঁটিতেছিলেন, বস্তুতঃ আল্লাহ্ কৌশলকারীগণের মধ্যে উত্তম।

وَإِذْ يَتَكَلَّمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ
يُخْرِجُوكَ وَيَتَكَدَّرُونَ وَيَكْبُرُونَ اللَّهُ - وَاللَّهُ خَبِيرُ
الْمُكْرِمِينَ ﴿٣١﴾

৩২। এবং যখন আমাদের আয়াতসমূহ তাহাদের নিকট আরতি করা হয়, তাহারা বলে, 'আমরা গনিয়াছি। আমরাও ইচ্ছা করিলে নিশ্চয় ইহার অনুরূপ বলিতে পারি। ইহা প্রাচীন লোকদের কাহিনী বাতিরেকে আর কিছুই নহে।'

وَإِذَا تَنَزَّلَ عَلَيْهِمْ أَنْبَاءُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ
لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٣٢﴾

৩৩। এবং (সেই সময়কে সমরণ কর) যখন তাহারা বলিল, 'হে আল্লাহ্! যদি তোমার নিকট হইতে ইহাই প্রকৃত সত্য হইয়া থাকে, তাহা হইলে তুমি আকাশ হইতে আমাদের উপর পাথর বর্ষণ কর অথবা আমাদের উপর কোন যন্ত্রণাদায়ক আযাব নাযেল কর।'

وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ
فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَابًا مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ
أَلِيمٍ ﴿٣٣﴾

৩৪। এবং আল্লাহ্ এমন নহেন যে, তিনি তাহাদিগকে আযাব দিবেন এমনতাবস্থায় যে, তুমি তাহাদের মধ্যে রহিয়াছ এবং আল্লাহ্ এমনও নহেন যে, যখন তাহারা ক্ষমা প্রার্থনা করে তখন তিনি তাহাদিগকে আযাব দিবেন।

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ
اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿٣٤﴾

৩৫। এবং তাহাদের (এখন) কি কারণ আছে যে, আল্লাহ তাহাদিগকে আযাব দিবেন না যখন তাহারা (নোকদিগকে) মসজিদুল হারামে যাইতে বাধা দেন, এবং তাহারা (প্রকৃত পক্ষে) ইহার তত্ত্বাবধায়ক নহে? কেবল মুত্তাকীগণই উহার (প্রকৃত) তত্ত্বাবধায়ক, কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই ইহা অবগত নহে।

৩৬। এবং এই (পবিত্র) গৃহে তাহাদের নামায তো শিশু ও করতালি দেওয়া ছাড়া আর কিছুই নহে। 'অতএব, তোমরা অবিশ্বাস করার কারণে আযাবের স্বাদ গ্রহণ কর।'

৩৭। নিশ্চয় যাহারা অবিশ্বাস করিয়াছে, তাহারা (নোকদিগকে) আল্লাহর পথ হইতে রুখিবার জন্য নিজেদের ধন সম্পদ খরচ করে। তাহারা অবশ্যই এই রূপে খরচ করিয়াই যাইবে, কিন্তু পরিণামে উহা তাহাদের আক্ষেপের কারণ হইবে, অতঃপর তাহাদিগকে পরাভূত করা হইবে। এবং যাহারা অবিশ্বাস করিয়াছে তাহাদিগকে সমবেত করিয়া জাহান্নামের দিকে লইয়া যাওয়া হইবে;

৩৮। যাহাতে আল্লাহ অপবিত্রকে পবিত্র হইতে পৃথক করিয়া দেন এবং অপবিত্রদিগকে একে অপরের উপর চাপাইয়া দেন এবং তাহাদের সকলকে একত্রে স্থপীকৃত করেন, অতঃপর

৪ তাহাদিগকে জাহান্নামের মধ্যে নিক্ষেপ করেন। বস্তুতঃ ইহায়াই
[২] ক্ষতিগ্রস্ত।

১৮

৩৯। যাহারা অবিশ্বাস করিয়াছে তুমি তাহাদিগকে বল, 'যদি তাহারা বিরত হয়, তাহা হইলে পূর্বে যাচা কিছু হইয়াছে উহা তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইবে, কিন্তু যদি তাহারা (অতীত কর্ম তৎপরতায়) ফিরিয়া যায়, তাহা হইলে অবশ্যই পূর্ববর্তীদের দৃষ্টান্ত (তাহাদের সম্মুখে) সংঘটিত হইয়াছে।

৪০। এবং তোমরা তাহাদের সহিত যুদ্ধ কর যে পর্যন্ত না নির্যাতন বন্ধ হয় এবং ধর্ম পূর্ণভাবে আল্লাহর জন্য হয়। কিন্তু যদি তাহারা নিরত হয় তাহা হইলে তাহারা যাহা কিছু করে নিশ্চয় আল্লাহ উহা সমাক প্রত্যক্ষ করিতেছেন।

৪১। 'যদি তাহারা মুখ ফিরাইয়া লয়, তাহা হইলে জানিয়া রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের রক্ষাকর্তা,— কতই না উত্তম রক্ষাকর্তা, এবং কতই না উত্তম সাহায্যকারী তিনি!

وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاءُؤُهُ إِلَّا الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝

وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَافَؤُا وَتَصَدُّقًا ۝ فَذَرُوا الْعَادَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ۝

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدَّوْا عَن سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيَنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ هَٰذَا هُمْ يُخْشَرُونَ ۝

لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَىٰ بَعْضٍ فَيَرْكَبَهُ جَنَنًا فَيُنْجِلُهُ فِي جَهَنَّمَ ۝ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ۝

قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوْا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ ۝

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِلَهٌ إِلَّا اللَّهُ فَإِنْ أَتَوْا بِبَصِيرَةٍ ۝

وَإِنْ تَوَلَّوْا فَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ۝

৪২। এবং জানিয়া রাখ যে, তোমরা (যুদ্ধে) যাহা কিছু গনিমতের মাল পাও উহার এক-পঞ্চমাংশ আল্লাহ্‌র জন্য এবং এই রসুলের জন্য এবং (রসুলের) আশ্রায়-স্বজন এবং এতীম এবং মিসকীন এবং মুসাফেরগণের জন্য ; যদি তোমরা আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আন এবং উহার উপর যাহা আমরা আমাদের বান্দার প্রতি নামেল করিয়াছি ফুরকান দিবসে —যেদিন দুই সেনাবাহিনী পরস্পর সম্মুখীন হইয়াছিল; এবং আল্লাহ্‌ প্রত্যেক বিষয়ের উপর সর্বশক্তিমান ।

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ حُسَّهُ
وَاللَّزْزُولَ وَلِلَّذِي الْفَرَى وَالْيَسْرَ وَالْمَسْكِينِ
وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلْنَا
عَلَيْهِ نَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ تَفْتَقُ الْأَمْمَاتُ وَاللَّهُ
عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤٢﴾

৪৩। যখন তোমরা (উপত্যকার) নিকটবর্তী প্রাপ্তে ছিলে এবং তাহার দূরবর্তী প্রাপ্তে ছিল এবং কাফেলা ছিল তোমাদের নিম্নদিকে এবং যদি তোমরা পরস্পর (যুদ্ধের জন্য) ওয়াদাবদ্ধ হইতে তাহা হইলে তোমরা নিশ্চয় সময় সম্বন্ধে মতভেদ করিতে। কিন্তু আল্লাহ্‌ (নির্ধারিত সময় ছাড়াই তোমাদের মোকাবেলা ঘটাইলেন) যেন ঐ বিষয়ের মীমাংসা করিয়া দেন, যাহা করার জন্য তিনি ফয়সালা করিয়াছিলেন— যেন সেই ব্যক্তি ধ্বংস হয় যে দলিল-প্রমাণ দ্বারা ধ্বংস হইয়াছে এবং যেন সেই ব্যক্তি জীবিত হয় যে দলিল-প্রমাণ দ্বারা জীবন লাভ করিয়াছে । এবং নিশ্চয় আল্লাহ্‌ই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী ।

إِذْ أَنتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدَّنْيَا وَهَمَّ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى
وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَا تَوْاعَدْتُمْ لِأَخْتَلَقْتُمْ فِي
الْبَيْعِ وَلَكِنْ لِيَقْضَى اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ
مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ
اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٤٣﴾

৪৪। যখন আল্লাহ্‌ তোমাকে তোমার স্বপ্নে তাহাদিগকে সংখ্যায় অল্প দেখাইয়াছিলেন, এবং যদি তিনি তাহাদিগকে সংখ্যায় তোমাকে অধিক দেখাইতেন, তাহা হইলে নিশ্চয় তোমরা দুর্বলতা দেখাইতে এবং নিশ্চয় তোমরা এই বিষয়ে পরস্পর মতবিরোধ করিতে; কিন্তু আল্লাহ্‌ (তোমাদিগকে) রক্ষা করিয়াছেন । এবং নিশ্চয় তিনি সবিশেষ অবহিত আছেন যাহা (তোমাদের) বক্ষঃদেশে নিহিত আছে ।

إِذْ يُرِيكُمُ اللَّهُ فِي مَنَازِلِكُمْ قَلِيلًا وَلَوْ أَنَّهُمْ كُفِّرُوا
كَيْثَرًا لَفَسَدُوا وَلَسْتَ أَتَى فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ
إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٤٤﴾

وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ اتَّفَقْتُمْ فِي آغْيَاكُمْ قَلِيلًا وَ
يُقَلِّكُمُ فِي آغْيَاهُمْ لِيَقْضَى اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا
عُ وَاللَّهُ تَرْجِعُ الْأُمُورَ ﴿٤٥﴾

৪৫। এবং (সম্মরণ কর) যখন তোমরা (যুদ্ধের জন্য) পরস্পর সম্মুখীন হইয়াছিলে তখন তিনি তোমাদের দৃষ্টিতে তাহাদিগকে সংখ্যায় অল্প করিয়া দেখাইতেছিলেন এবং তোমাদিগকে তাহাদের দৃষ্টিতে সংখ্যায় অল্প করিয়া দেখাইতেছিলেন যাহাতে আল্লাহ্‌ ঐ বিষয়ের মীমাংসা করিয়া দেন যাহা করার তিনি ফয়সালা করিয়াছিলেন । এবং (চূড়ান্ত মীমাংসার জন্য)

৪৬। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ ! যখন তোমরা কোন সৈন্যদলের সম্মুখীন হও তখন অবচলিত থাকিবে এবং আল্লাহ্‌কে অধিক সম্মরণ করিবে যেন তোমরা সফলকাম হইতে পার ।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاغْلُظْوا وَادْكُرُوا
اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٤٦﴾

৪৭। এবং আনুগত্য কর আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসুলের এবং পরস্পর কলহ করিও না, অন্যথায় তোমরা দুর্বল হইয়া পড়িবে এবং তোমাদের প্রভাব শক্তি বিনষ্ট হইবে। এবং তোমরা ধৈর্য ধারণ কর, নিশ্চয় আল্লাহ্ ধৈর্যশীলগণের সহিত আছেন।

৪৮। এবং তোমরা তাহাদের মত হইও না, যাহারা দর্পভরে এবং লোক দেখানোর জন্য নিজেদের গৃহ হইতে বহির্গত হইয়াছিল, এবং যাহারা আল্লাহ্র পথ হইতে বাধা দেয়, বস্তুতঃ তাহারা সাহাকিছু করে আল্লাহ্ উহা পরিবেষ্টন করিয়া আছেন।

৪৯। এবং যখন শয়তান তাহাদের নিকট তাহাদের কর্ম সমূহকে মনোরম করিয়া দেখাইয়াছিল এবং সে বলিয়াছিল যে, আজ লোকদের মধ্য হইতে কেহই তোমাদের উপর জয়যুক্ত হইতে পারিবে না এবং নিশ্চয় আমি তোমাদের পৃষ্ঠপোষক।' অতঃপর, যখন দুইদল পরস্পর সম্মুখীন হইল, তখন সে নিজ গোড়ালিছয়ে (তৎক্ষণাৎ পশ্চাতে) সরিয়া পড়িল এবং বলিল, 'নিশ্চয় তোমাদের ব্যাপারে আমি দায়িত্বমুক্ত; নিশ্চয় আমি যাহা দেখি তোমরা তাহা দেখ না। নিশ্চয় আমি আল্লাহকে ভয় করি; কেননা আল্লাহ্ শাস্তি দানে অতি কঠোর।' [৪]

৫০। যখন মোনাফেকরা এবং যাহাদের অন্তরে রোগ আছে তাহারা বলে, 'তাহাদের ধর্ম তাহাদিগকে ধোকা দিয়াছে।' বস্তুতঃ যে কেহ আল্লাহ্র উপর নির্ভর করে, সেক্ষেত্রে নিশ্চয় আল্লাহ্ অতীব পরাক্রমশালী, পরম প্রজাময়।

৫১। এবং যাহারা অবিশ্বাস করিয়াছে যদি তুমি তাহাদিগকে দেখিতে যখন ফিরিশ্‌তাগণ তাহাদের মুখমণ্ডলে এবং পৃষ্ঠদেশে আঘাত করিয়া তাহাদের প্রাণ সংহার করে এবং (বলে) 'এই আগুনের আশবের স্বাদ গ্রহণ কর।'।

৫২। 'ইহা তোমাদেরই স্বীয় হস্তের পূর্বকৃত কর্মের ফলে এবং (জানিয়া রাখ যে) আল্লাহ্ আদৌ তাঁহার বান্দাগণের প্রতি যম্যনা পরিমাণও অবিচার করেন না।'।

৫৩। (তোমাদের পরিণাম) ফেরাউনের জাতি ও তাহাদের পূর্ববর্তীদের অবস্থার অনুরূপ (হইবে) — তাহারা আল্লাহ্র আয়াতসমূহকে অস্বীকার করিয়াছিল, সুতরাং আল্লাহ্ তাহাদিগকে তাহাদের পাপের জন্য ধৃত করিলেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ শক্তিশালী, শাস্তিদানে কঠোর।

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَازَعُوا فَعْفَاؤَ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ
رِيغَكُمْ وَأَصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ۝

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَ
رِيَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ
بِمَا يَسْعَوْنَ يَلِيقُ ۝

وَلَا تَنْتَهِنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَاءُ لَهُمْ وَكَالَ لَا غَالِبَ
لَكُمْ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَاتْلُوهَا
الْفَتْحَتَيْنِ لَكُلٌّ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ
إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ
عِقَابِ الْعَاقِبِ ۝

إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ غَرَّ
هُوََاءُ دِينِهِمْ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ
مُنِيعٌ ۝

وَلَا تَحْزَنْ إِذْ يَتَوَكَّلُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَىٰ نَفْسِكَ يَضْرِبُونَ
وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ۝

ذَٰلِكُمْ بِمَا عَدَمْتَ آيِدِيكَمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَالِمٍ
لِّلْعَالَمِينَ ۝

كَذَٰلِكَ أَلِيَّا فِرْعَوْنُ وَالَّذِينَ مِنْ بَيْنِهِمْ كَفَرُوا
يَأْتِي اللَّهُ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللَّهَ
قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

৫৪। ইহা এই জন্য যে, আল্লাহ্ যখন কোন জাতির উপর কোন নেয়ামত নামেল করেন, তিনি উহার পবিবর্তন ততক্ষণ পর্যন্ত করেন না যতক্ষণ পর্যন্ত না তাহারা নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন করে, এবং (জানিয়া রাখ) নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্ব প্রোতা, সর্বজানী।

ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُعَيِّرًا نِّعَمَهُ أَنْتُمْ عَلَيْكُمْ قَوْمٌ خَعَفُوا وَمَا يَنْفُسُكُمْ أَنْ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝

৫৫। (হে অবিশ্বাসীরা! তোমাদের অবস্থাও ঠিক) ফেরাউনের জাতি ও তাহাদের পূর্ববর্তীদের অবস্থার অনুরূপ (হইবে), তাহারা তাহাদের প্রভুর আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল, অতঃপর আমরা তাহাদিগকে তাহাদের পাপের জন্য ধ্বংস করিয়াছিলাম। এবং আমরা ফেরাউনের জাতিকে নিমজ্জিত করিয়াছিলাম কেননা তাহারা সকলেই যালেম ছিল।

كَذَٰلِكَ أَلْ فَرَعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فَرَعُونَ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ ۝

৫৬। নিশ্চয় যাহারা অবিশ্বাস করিয়াছে তাহারা আল্লাহ্র দৃষ্টিতে নিকৃষ্টতম জীব, বস্তুতঃ তাহারা ঈমান আনিবে না,

إِنَّ سَرَّ الذَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۝

৫৭। প্র সকল লোক, তাহাদের মধ্য হইতে যাহাদের সহিত তুমি অঙ্গীকার করিয়াছ, কিন্তু প্রত্যেকবার তাহারা তাহাদের অঙ্গীকার ভঙ্গ করে এবং তাহারা (আল্লাহ্র) তাকওয়া অবলম্বন করে না।

الَّذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرْةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ ۝

৫৮। সুতরাং যদি তুমি যুদ্ধে তাহাদিগকে আশ্রিতে আনিতে পার তাহা হইলে তদ্বারা তাহাদের পশ্চাত্ত্বর্তীদের মধ্যে ব্রাসের সৃষ্টি কর যেন তাহারা শিক্ষা লাভ করিতে পারে।

فَإِمَّا تَثَقَّفَتْهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَدْعُونَ ۝

৫৯। এবং যদি তুমি কোন জাতির পক্ষ হইতে বিশ্বাসঘাতকতার আশঙ্কা কর তাহা হইলে সেক্ষেত্রে তুমিও সমান ভাবে (তাহাদের অঙ্গীকার) তাহাদের দিকে নিক্ষেপ কর।

وَأِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِبِينَ ۝

১০] নিশ্চয় আল্লাহ্ বিশ্বাসঘাতকদিগকে ভালবাসেন না।

৩

৬০। এবং যাহারা অবিশ্বাস করে তাহারা যেন আদৌ মনে না করে যে তাহারা (আমাদের) নাগালের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। নিশ্চয় তাহারা (আমাদের উদ্দেশ্য) বার্থ করিতে পারিবে না।

وَلَا يَخْسِرَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَسَيَقُولُوا إِنَّا هُمْ لَا يُعْجِزُونَ ۝

৬১। এবং তোমরা তাহাদের (যুদ্ধের শত্রুদের মোকাবেলার) জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ কর যথাসাধ্য (সামরিক) শক্তি সংগ্রহ ও সীমান্তে ঘাঁটি স্থাপন করিয়া যদ্বারা তোমরা সজ্জ করিবে

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُهَيِّئُونَ بِهِ عِدَّاءَ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَأَخْوَيْنَ

আল্লাহর শত্রুকে এবং তোমাদের শত্রুকে এবং তাহাদের ছাড়া অন্যান্যদিগকেও, যাহাদিগকে তোমরা জান না, আল্লাহ তাহাদিগকে জানেন। এবং তোমরা যাহা কিছু আল্লাহর রাস্তায় খরচ করিবে তোমাদিগকে উহার পূর্ণ প্রতিদান দেওয়া হইবে এবং তোমাদের প্রতি কোন প্রকার যত্নম করা হইবে না।

مَنْ دُونَهُمْ لَا تَعْلَمُوهُمْ ۖ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَظْلُمُونَ ﴿١٠﴾

৬২। এবং যদি তাহারা শান্তির দিকে ঝুঁকে তাহা হইলে তুমিও ইহার দিকে ঝুঁকিবে এবং তুমি আল্লাহর উপর নির্ভর করিবে। নিশ্চয় তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী।

وَإِنْ جَحَحُوا لِّلْسَلَامِ فَاِخْتِجْ لَهَا وَكَوَلَّ عَلَى اللَّهِ ۖ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿١١﴾

৬৩। এবং তাহারা যদি তোমাকে ধোকা দিতে চাহে তাহা হইলে নিশ্চয় আল্লাহ তোমার জন্য যথেষ্ট, তিনিই নিজ সাহায্য দ্বারা এবং মো'মেনগণের দ্বারা তোমাকে শক্তিশালী করিবেন।

وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ ۖ هُوَ الَّذِي أَيْدَكَ بِبَصِيرَةٍ ۖ وَالْمُؤْمِنِينَ ﴿١٢﴾

৬৪। এবং তিনিই তাহাদের হৃদয়গুলির মধ্যে সম্প্রীতির সঞ্চার করিলেন। যদি তুমি ভুগুতে যাহা কিছু আছে সব খরচ করিতে তথাপি তুমি তাহাদের হৃদয়গুলির মধ্যে সম্প্রীতির সঞ্চার করিতে পারিতে না, কিন্তু আল্লাহ তাহাদের মধ্যে সম্প্রীতি সঞ্চার করিয়াছিলেন। নিশ্চয় তিনি পরাক্রমশালী, পরম প্রভাময়।

وَالْفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلْفَتْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلْفَ بَيْنَهُمْ ۚ إِنَّهُ غَفُورٌ حَكِيمٌ ﴿١٣﴾

৬৫। হে নবী! আল্লাহই যথেষ্ট—তোমার জন্য এবং মো'মেনদের মধ্যে হইতে যাহারা তোমার অনুসরণ করে তাহাদের জন্যও।

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبَكَ اللَّهُ ۖ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٤﴾

৬৬। হে নবী! তুমি মো'মেনদিগকে যত্ন করিবার জন্য উদ্বুদ্ধ করিতে থাক, যদি তোমাদের মধ্যে কুড়িজন অটল থাকে, তাহা হইলে তাহারা দুইশত জনের উপর বিজয়ী হইবে এবং যদি তোমাদের মধ্যে একশত জন থাকে তাহা হইলে তাহারা উহাদের এক হাজার জনের উপর বিজয়ী হইবে, যাহারা অবিশ্বাস করে, কারণ তাহারা এমন এক জাতি যাহারা বৃন্দে না।

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ ۖ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا أَمَّا ثَلَاثِينَ ۚ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ فَاثَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ﴿١٥﴾

৬৭। এখন আল্লাহ তোমাদের বোঝাকে হালকা করিয়া দিয়াছেন এবং তিনি জানেন যে, তোমাদের মধ্যে (এখনও) কিছু দুর্বলতা আছে। সুতরাং, তোমাদের মধ্যে একশত জন অটল থাকিলে তাহারা দুইশত জনের উপর বিজয়ী হইবে, এবং যদি তোমাদের মধ্যে এক হাজার জন থাকে তাহা হইলে আল্লাহর আদেশানুক্রমে দুই হাজার জনের উপর বিজয়ী হইবে। এবং আল্লাহ ধৈর্যশীলগণের সাথে রহিয়াছেন।

الَّذِينَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَمَّرَ أَعْيُنَكُمْ وَصَعَفَا ۚ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ فَاثَةٌ صَلَّوْا قُلُوبًا ثَلَاثِينَ ۚ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفِينَ ۚ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿١٦﴾

৬৮। কোন নবীর পক্ষে ইহা সমীচীন নহে যে, সে কোন যুদ্ধ-বন্দী রাখে যদি না সে দেশে নিয়মিত রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে লিপ্ত হয়। (যদি তোমরা নিয়মিত রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ বাতিরেকে যুদ্ধ-বন্দী রাখ সেক্ষেত্রে) তোমরা পার্থিব সম্পদ কামনা করিতেছ (বলিয়া সাব্যস্ত হইবে) এবং আল্লাহ্ (তোমাদের জন্য) পরকাল চাহিতেছেন। বস্তুতঃ আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, পরম প্রজাময়।

৬৯। যদি আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে পূর্বেই বিধান দেওয়া না হইত তাহা হইলে তোমরা যাহা কিছু গ্রহণ করিয়াছ উহার ফলে অবশ্যই মহা আযাব তোমাদিগকে পিষ্ট করিত।

৭০। সুতরাং গনিমতরূপে তোমরা যাহা কিছু পাইয়াছ তাহা হইতে হালান এবং উপাদেয় বস্তু হইতে খাঁও এবং আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

৫

৭১। হে নবী! তোমাদের হাতে যে সকল যুদ্ধ-বন্দী আছে তুমি তাহাদিগকে বল, ‘যদি আল্লাহ্ তোমাদের অন্তরসমূহ কোন কল্যাণ দেখেন, তাহা হইলে তোমাদের নিকট হইতে (মুক্তি-পণ স্বরূপ) যাহা লওয়া হইয়াছে তিনি তোমাদিগকে উহা হইতে উৎকৃষ্টতর দিবেন। এবং তোমাদিগকে ক্ষমাও করিবেন। বস্তুতঃ আল্লাহ্‌ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

৭২। এবং যদি তাহারা তোমার সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করার ইচ্ছা করে তাহা হইলে তাহারা ইতিপূর্বে আল্লাহ্‌র সহিতও বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছিল, কিন্তু তিনি (তোমাকে) তাহাদের উপরে ক্ষমতা দান করিয়াছেন। এবং আল্লাহ্‌ সর্বজ্ঞানী, পরম প্রজাময়।

৭৩। নিশ্চয় যাহারা ঈমান আনিয়াছে, এবং হিজরত করিয়াছে, এবং নিজেদের জীবন ও ধন-সম্পদ দিয়া আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ করিয়াছে এবং যাহারা (তাহাদিগকে) আশ্রয় দিয়াছে এবং সাহায্য করিয়াছে— তাহারা একে অপরের বন্ধু। এবং যাহারা ঈমান আনিয়াছে অথচ তাহারা হিজরত করে নাই, তাহাদিগকে রক্ষা করার ব্যাপারে তোমরা দায়ী নহ যতক্ষণ পর্যন্ত না তাহারা হিজরত করিবে। এবং যদি ধর্মের ব্যাপারে তাহারা তোমাদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে, তাহা হইলে সাহায্য করা তোমাদের কর্তব্য— কিন্তু ঐ জাতির বিরুদ্ধে নহে যাহাদের মধ্যে এবং তোমাদের মধ্যে চুক্তি আছে। এবং আল্লাহ্‌ দেখেন তোমরা যাহা কিছু কর।

مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ خَلْفَ يَدَيْهِ يُشْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَصَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٦٨﴾

لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَنَسَكُفْنَاهَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٦٩﴾

فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧٠﴾

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَسْرَىٰ إِنَّ يَعْلَمَ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِيَكُمْ بِهِ ۚ وَمِمَّا أَخَذَ مِنْكُمْ وَيُعْطِي لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٧١﴾

وَإِنْ يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٧٢﴾

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجْهَهُدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَتَصَرَّوْا أُولَٰئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَهَاجَرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَا يَتَوَعَّرُونَ شَيْ خَلْفَ يَدَيْهِمْ أَجْرًا ۚ وَإِنْ اسْتَشْرَكُوا فِي الَّذِينَ عَلِمَكُمُ التَّصَرُّاتِ فَلَا عَلَى قَوْمٍ يَبِينَكُمْ وَيُنْهَاهُمْ فَيَتَّقُوا وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَقْوَاهُ بَصِيرٌ ﴿٧٣﴾

৭৪। এবং যাহারা অবিশ্বাস করে—তাহারা একে অপরের
যজ্ঞ। যদি তোমরা (যাহা আদেশপ্রাপ্ত হইয়াছে) তাহা না
কর, তাহা হইলে পৃথিবীতে ফিৎনা ছড়াইয়া পড়িবে এবং
মারাত্মক বিশ্বাসনার সৃষ্টি হইবে।

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوا
تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ﴿٧٤﴾

৭৫। এবং যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং হিজরত করিয়াছে
এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করিয়াছে এবং যাহারা আশ্রয়
দিয়াছে এবং সাহায্য করিয়াছে, ইহারা ই প্রকৃত মোমেন।
তাহাদের জন্য রহিয়াছে ক্ষমা এবং সম্মানজনক
জীবনোপকরণ।

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجْهَهُدَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا
لَهُمْ مَغْفِرَةٌ ذَرْزَقٌ كَرِيمٌ ﴿٧٥﴾

৭৬। এবং যাহারা ইহার পরে ঈমান আনিবে এবং হিজরত
করিবে এবং তোমাদের সহিত মিলিয়া (আল্লাহর পথে) জিহাদ
করিবে— ইহারা তোমাদেরই অন্তর্ভুক্ত; এবং আল্লাহর কিতাব
অনুযায়ী রক্ত-সম্বন্ধীয় আত্মীয়গণের মধ্যে কতক একে
অপরের অধিকতর নিকটবর্তী। নিশ্চয় আল্লাহ প্রত্যেক বিষয়ে
সবিশেষ অবহিত।

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجْهَهُدَا مَعَكُمْ
فَأُولَئِكَ مَعَكُمْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ
فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٧٦﴾